

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খ্রীষ্টিয়ানিটি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরসাদ জাহান

রোলঃ ২১৫০০১৬২

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খ্রীষ্টিয়ানিটি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরসাদ জাহান

রোলঃ ২১৫০০১৬২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “খ্রীষ্টিয়ানিটি” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুরসাদ জাহান, আইডিঃ ২১৫০০১৬২ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ খ্রীষ্টিয়ানিটি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nurshad Jahan

তারিখঃ

(স্বাক্ষর)

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

নুরসাদ জাহান

আইডিঃ ২১৫০০১৬২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
Christinaty	৫
খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সংলাপ	৬
বিষয়ঃ যীশু খ্রীষ্টের পরিচয়	৬
তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন	১২
যিশু নিজেকে কখনো উপাস্য দাবি করেন নি	১৩
বিষয়ঃ যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন	১৩
বিষয়ঃ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে	১৪
বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী	১৭

Christianity

ইসলামে যীশু	ইসলামে যীশু হলেন মারিয়াম (আ:) এর পুত্র ইসা (আ:)। তিনি একজন নবী এবং আল্লাহর বার্তাবাহক এবং ইস্রায়েলের বংশধরদের পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত মসীহ। ইসা (আ:) এর উপর আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল নাজিল করা হয়। হাদিসমতে, ঈসা (আ.) চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি দুনিয়ায় আসবেন হজরত মুহাম্মাদ (স.)-এর উম্মত হয়ে; অতঃপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজার পাশেই তাঁর দাফন হবে।
জন্ম	আনু. ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বৈৎলেহম, যিহূদিয়া, রোমান সাম্রাজ্য অন্তর্ধান আনু. ৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দ গেৎশিমানী, যিরূশালেম, রোমান সাম্রাজ্য
অন্যান্য নাম	ঈসা ইবনে মরিয়ম (عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) আল-মসীহ (المسيح) আল-মসীহ ঈসা (كَلِمَةُ اللَّهِ) রুহুল্লাহ (رُوحَ اللَّهِ) কালিমাতুল্লাহ (المسيح عيسى)
পরিচিতি	ইঞ্জিল (সুসমাচার) পূর্বসূরী ইয়াহিয়া (বাণ্ডিস্মদাতা যোহন) উত্তরসূরী মুহাম্মদ (সা) পিতা-মাতা মরিয়ম আত্মীয় যাকারিয়া (সখরিয়) ইয়াহিয়া (বাণ্ডিস্মদাতা যোহন)
যীশু কোন ভাষায় কথা বলতেন	আরামাইক ভাষাটি যীশু যে ভাষাতে কথা বলেছিল বলে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এটি মধ্য ইউফ্রেটিস থেকে উদ্ভূত একটি সেমেটিক ভাষা। ৪০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি সেখান থেকে সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীনতম সংরক্ষিত শিলালিপিগুলি এই সময়ের এবং পুরাতন আরামিক ভাষায় লেখা।

ইসলামে নবী ঈসা (আ:) মারিয়াম (আ:) এর পুত্র, আল্লাহর (SWT) গুরুত্বপূর্ণ
যীশুর গুরুত্ব বার্তাবাহকদের একজন হিসাবে সম্মানিত। পবিত্র কোরআনে ইসা (আ:) কে
"সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন" (কোরান 21:91) হিসাবে বর্ণনা করা
হয়েছে এবং তার জীবনী আজও লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে।

খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সংলাপ

একজন মুসলিম ও খ্রিস্টান কিভাবে একে অপরের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে
সত্যকে জানতে পারে, সত্যের উপর একমত হতে পারে, এখানে তার একটি ধারণা
তুলে ধরা হল।

উমারঃ আসসালামু আলা মানিত্বাউল হুদা

জনঃ লাইকুম

উমারঃ কেমন আছেন?

জনঃ আছি ভাল ঈশ্বরের কৃপায়

আপনি কেমন আছেন?

উমারঃ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন।

বিষয়ঃ যীশু খ্রীষ্টের পরিচয়

উমারঃ দাদা, আপনি কি জানেন যীশু খ্রীষ্ট কে ছিলেন?

জনঃ জ্বী, আমি একজন খ্রিস্টান। এটি সেই ধর্ম যার মূলে আছে একজন ব্যক্তি ও তার
শিক্ষা। তিনিই যীশু খ্রীষ্ট।

লুক-১:৩৫ শ্লোকে আছে ফেরেশতা বললেন, পাক-রুহ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতীর ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাকে ইবনুল্লাহ বলা হবে।

আপনার ধর্মে কি বলে?

উমারঃ যিশু খ্রিস্টের মাতা- ‘মারিয়াম আ: বা মেরী’ যাকে আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের সমস্ত নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন-

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ طَهَّرَكَ وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারিয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। —আলে ইমরান - ৪২

যীশু বা ইসা আ এর উপর আল্লাহ তাআলা ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেছিলেন।

তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন, অন্ধের চোখের শক্তি ফেরাতেন ও লোকদের কুষ্ঠরোগ ভাল করতেন।

তার জীবনাচার নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন শত শত লেখক।

জনঃ কিন্তু ঈশ্বরের মাধ্যমে মারিয়াম আ. এর গর্ভধারণে যীশুর জন্ম।

লুক-১:৩৫ শ্লোকে আছে ফেরেশতা বললেন, পাক-রুহ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতীর ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাকে ইবনুল্লাহ বলা হবে।

কুরআন থেকেও তারা দলীল দেন:-

সূরা-মারিয়ামের-১৭ থেকে ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৭)

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। (১৮)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا-

সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (১৯)

قَالَتْ أَنَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২০)

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ وَلَنَجْعَلُهَا آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا

সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (২১)

বাইবেলের উল্লেখিত শ্লোক ও কুরআনের আয়াতকে খৃস্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরপুত্র বানানোর দলীল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। খৃস্টানগণ বলেন; আয়াতে মারিয়ামের বক্তব্য এভাবে পেশ করা হয়েছে যে-কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। আমার সন্তান হবে কিভাবে? এর পর ফেরেশতার জবাব ছিল; ঈশ্বর বলেছেন, এটা তার স্থিরীকৃত ব্যাপার এটা মারইয়ামের প্রতি অনুগ্রহ সরূপ করবেন। আর তার কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। এর পর বলা হয়েছে ঈশ্বরের ছায়া তোমার উপর পরবে এ জন্য যে, তিনি পবিত্র সন্তান গ্রহণ করবেন। তার নাম হবে ইবনুল্লাহ্।

উমারঃ কুরআন ও বাইবেলের যে বক্তব্য দ্বারা ঈশ্বরের মাধ্যমে মারিয়াম আ. এর গর্ভধারণে যীশুর জন্ম, প্রমানের চেষ্টা খ্রিষ্টনগন করেছেন, পরবর্তী আয়াত ও শ্লোকেই তার স্পষ্ট জবাব রয়েছে।

কুরআন থেকে:

(সুরা-মারিয়ামের -২২-৩০ আয়াত) তাদের দাবী ভুল প্রমানের জন্য পরবর্তী ২২নং আয়াত থেকে ৩০নং আয়াত পর্যন্ত পেশ করছি-

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারিয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২২)

يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا

হে হারুণ-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। (২৮)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (২৯)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩০)

*সুরা মায়েদা- ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ

لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন যাচ্ছে!

• সুরা আলে-ইমরানের- ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়।

বাইবেল দ্বারা জবাব-

যেমন লুক লিখিত সুসমাচারের- ১:৩৬ ও ৩৭ শ্লোক- (৩৬) আর শোন, তোমার আত্মীয়া ইলীজাবেত যদিও এখন অনেক বৃদ্ধা তবুও সে গর্ভে পুত্র সন্তান ধারণ করেছে। এই স্ত্রীলোকের বিষয়ে লোকে বলতো যে, তার কোন সন্তান হবে না। কিন্তু সে এখন গর্ভবতী। (৩৭) কারণ ঈশ্বরের পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়। (তারা বলেনি যে, কারণ ঈশ্বর তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, নাউজু বিল্লাহ)

জনঃ আচ্ছা, তাহলে কি যীশু এবং ঈশ্বরের মাঝে পিতা-পুত্রের সম্বোধন নেই?

যীশু ঈশ্বরকে হে পিতা এবং ঈশ্বর যীশুকে হে পুত্র বলে সম্বোধনই প্রমাণ করে যে, যীশু ঈশ্বর-পুত্র।

উমারঃ যীশু এবং ঈশ্বরের মাঝে পিতা পুত্র সম্বোধন। বাইবেলে ব্যাপকভাবেই রূপক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুতরাং বাইবেলে ব্যবহৃত কোন শব্দ যদি এমন হয়, যার অর্থের দিকে লক্ষ করলে তা দলীল বিরোধী, অসম্ভব এবং অযৌক্তিক প্রমানীত হয়। তবে অবশ্যই বুঝতে এবং স্বীকার করতে হবে তা ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

মথির ১৫:২৪ শ্লোক যীশু বলেন- আমাকে শুধু বনি ইস্রাইলের হারানো মেসদের (ভেড়াদের) কাছে পাঠানো হয়েছে। তাহলে কি ঈসা আ. কে বনি ইস্রাইলদের ভেড়ার পালের জন্য রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে? ইস্রাইল জাতির জন্য নয়?

অতএব, বুঝতে হবে বাইবেলে ব্যবহৃত যীশু এবং ঈশ্বরের মাঝে পিতা, পুত্র সম্বোধন শব্দগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা অর্থগতভাবে শব্দটি দলীল বিরোধী, অসম্ভব এবং অযৌক্তিক বলে বিবেচিত। আর বাইবেলে পিতা পুত্রের সম্বোধন যীশুর সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য নবী এমনকি ঈশ্বরের হুকুম পালনকারীদের সকলকেই রূপক অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেমন:-

১. ফিরমিয়-৩১:৯ কেননা আমি ইস্রায়েলের পিতা।

২. রোমীয়-৮:১৪ যারাই ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হবে তারাই ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যাত হবে।

"নবী ঈসা (আ:) মারিয়াম (আ:) এর পুত্র, আল্লাহর (SWT) গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহকদের একজন হিসেবে বিশেষভাবে সম্মানিত। পবিত্র কোরআনে ইসা (আ:) কে 'সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন' (২১:৯১)

হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার জীবনী আজও লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে।"

যীশু বা ইসা আ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আদম আ এর ন্যায়। আল্লাহ তাকে ও আদম আ. কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন -

• إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

‘আল্লাহর নিকট ঈসা (আ) এর দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তাকে বলেন, ‘হয়ে যাও’। ফলে সে হয়ে যায়।’ আল ইমরান ৫৯

তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

অমনি শিশুটি (ইসা আ) বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।

—সূরা মারইয়াম ৩০

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আমি তোমার ও তোমার মায়ের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম, তা স্মরণ কর যখন আমি রুহুল কুদসের মাধ্যমে তোমার সাহায্য করেছিলাম। ৮৪ তুমি দোলনায় (থাকা অবস্থায়) মানুষের সাথে কথা বলতে এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং যখন আমার হুকুমে তুমি কাদা দ্বারা পাখির মত আকৃতি তৈরি করতে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার হুকুমে (সত্যিকারের) পাখি হয়ে যেত এবং তুমি জন্মান্ন ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করতে এবং যখন আমার হুকুমে তুমি মৃতকে (জীবিতরূপে) বের করে আনতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিরস্ত করেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলে, আর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

টীকাঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) কে একটি বিশেষ ম'জিয়া দেয়া হয়েছে তা হল তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। জন্ম গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে বা দোলনায় কথা-বার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই

এ বয়সে কথা বলে থাকে । কিন্তু ঈসা (আঃ) শিশু অবস্থায় কথা বলা তো স্পষ্টই মু'জিয়া । আর তাঁর জন্য পরিণত বয়সেও কথা বলা মু'জিয়া । কেননা, এতে বুঝা যায় যে, তিনি পুনর্বীর পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন । কারণ পরিণত বয়সের পূর্বেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে । (মাঃ কোঃ)

—আল মায়িদাহ - ১১০

যিশু নিজেকে কখনো উপাস্য দাবি করেন নি

- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي * بِحَقِّ ط مَا إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

—আল মায়িদাহ - ১১৬

বিষয়ঃ যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন

জনঃ আমি বিশ্বাস করি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

উমারঃ অনেক লোককে বাইবেলে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আদমকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছিল (লুক ৩:৩৮) এবং ডেভিড (২ স্যামুয়েল ৭:১৪)। স্বয়ং যীশু, বাইবেলে বলেছেন "ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা কারণ তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"

(ম্যাথিউ 5:9) বাইবেলে, অনেক ভাল লোককে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে এবং যীশু বাইবেলে যা বলেছেন তা থেকে, যে কোনও ভাল ব্যক্তি হলেন 'ঈশ্বরের পুত্র'।

জনঃ যীশু আপনাকে প্রার্থনা করতে বলেছেন? তিনি কি "আমাদের স্বর্গের পিতা..." বলে প্রার্থনা করতে বলেননি? খ্রিস্টানরা যখন প্রার্থনা করে, তখন তারা কি বলে না, 'আমাদের স্বর্গের পিতা...'? খ্রিস্টধর্ম অনুসারে যীশু যদি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি "স্বর্গে যীশুর পিতা..." প্রার্থনা করতেন? না হয় তো এভাবে প্রার্থনার দ্বারা আপনিও ঈশ্বরের সন্তান

উমারঃ আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলতে পছন্দ করি না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি বলছেন যে আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা আপনি পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে উল্লেখ করেন। আপনি এ সঙ্গে একমত ?

জনঃ হ্যাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

উমারঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের সকলের ঈশ্বরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আপনার ধর্ম একটি প্রকাশিত ধর্ম। আপনি কি খুশি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেমন যীশু ঈশ্বরের পুত্র?

জনঃ হ্যাঁ আমি এতে খুশি।

বিষয়ঃ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে

উমারঃ আমরা যদি যীশুর সময় জীবিত থাকতাম এবং আমরা না জানতাম যে তার পরিচয়, তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতাম যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত এবং মশীহ ছিলেন?

জনঃ আমি নিশ্চিত নই।

উমারঃ এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি কি অলৌকিক কাজ করেননি?

জনঃ হ্যাঁ তিনি করেছেন।

উমারঃ তিনি কি বলেননি যে আমি এগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে করি?

তাই যীশু যে অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন তা লোকেদের জন্য প্রমাণ ছিল।

জনঃ জ্বী।

উমারঃ ঈসা মসিহের পর ঈশ্বর আরেকজন দূত পাঠালেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ(সা.)কেও অলৌকিকতা দেয়া হয়েছিল।

জনঃ মুহাম্মদ (সা:) কি মানুষকে আবার জীবিত করে তুলেছিলেন? নাকি অন্ধ নিরাময় করতেন?

উমারঃ এসব অলৌকিকতা তাকে দেয়া হয়নি বরং নবী মুহাম্মদকে দেয়া অলৌকিক ঘটনাগুলো মৃতদের জীবিত করার চেয়েও বড়, কারণ এই অলৌকিক ঘটনা আজও আমাদের দেখার জন্য উপলব্ধ। তুমি কি জানো এটা কি?

জনঃ না

উমারঃ এটি একটি গ্রন্থ যার নাম কুরআন।

এই বইটি বিভিন্ন কারণে একটি অলৌকিক ব্যাপার। আপনি কি জানেন যে কিভাবে তা অলৌকিক?

জনঃ না

উমারঃ এর কিছু অলৌকিক দিক হলো;

1. বৈজ্ঞানিক তথ্য:

এটিতে আজকের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে উদাহরণস্বরূপ:

- জ্ঞানবিদ্যা (কোরআন 23:12-14)

বিগ ব্যাং থিওরি ("অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এক একত্রিত টুকরো হিসাবে ছিল, তারপর আমরা তাদের বিভক্ত করেছি?" (21:30))

- সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব

- পাহাড় নির্মাণ
- ত্বকে জ্বালাপোড়ার জন্য ব্যথা রিসেপ্টর
- তারার অবস্থান।
- পানি চক্র

— এছাড়াও, এটি এমন কোন একক বিবৃতি ধারণ করে না যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতা করে।

2. মুহাম্মাদ সা: ছিলেন অশিক্ষিত:

বইটি এমন একজনকে দেওয়া হয়েছিল যে পড়তে বা লিখতে পারে না (আমরা কীভাবে জানব? কারণ কুরআনে তাই বলে এবং তার শত্রুরাও এ বিষয়ে একমত ছিল)।

3. এটি অপরিবর্তিত রয়েছে:

1400 বছর ধরে বইটি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নিজের চোখে দেখুন।
"আমরাই যিকির (কুরআন)নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা সংরক্ষণ করব"
(কুরআন 15:9)

4. মনে রাখা সহজ:

বইটি মনে রাখা সহজ, লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে এটি মুখস্থ করছে যদিও এটি একটি পেপারব্যাকের আকারের। “.....মনে রাখা সহজ” (কুরআন 44:58)।

1. কোন বৈপরীত্য দ্বন্দ্ব নেই এতে:

কোরানে কোন পরস্পরিরোধী বক্তব্য নেই, যদিও এটি 23 বছর ধরে নাজিল হয়েছিল।
"তারা কি কোরান নিয়ে চিন্তা করে না, এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য খুঁজে পেত" (4:82)

6. একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

ঈশ্বর বলেছেন যে সমস্ত মানবজাতি এবং জিন- প্রজাতি (অর্থাৎ আত্মা) একত্রিত হলে তারা এর মতো একটি বই তৈরি করতে পারে না। কোরানের অন্য একটি অংশে, ঈশ্বর বলেছেন যে তারা এর মতো একটি সূরাও তৈরি করতে পারেনি। সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র তিনটি বাক্য। অতএব, ঈশ্বর আমাদের বলছে যে, কেউ কুরআনের মতো তিনটি বাক্যও তৈরি করতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জ 1400 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে! "এর মত একটি সূরা তৈরি করুন" (কুরআন 10:38)

7. মানুষকে পরিবর্তন করে কুরআনের শব্দগুলো মানুষের জীবন পরিবর্তনে দারুণ প্রভাব ফেলে।

8. অনন্য শৈলী এটি আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে।

আরবী ভাষার শৈলী অনন্য এবং অনুলিপি করা যাবে না।

9. বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম এটি বৃহত্তম ধর্ম 1.6 বিলিয়ন অনুসারী তৈরি করেছে এবং এটি সবচেয়ে দ্রুত উৎপন্ন করেছে ক্রমবর্ধমান ধর্ম।

আপনি কি একমত যে কুরআন আসলেই একটি অলৌকিক মুজিয়া?

জনঃ হ্যাঁ এটা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে

বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী

উমারঃ আপনি যদি স্বীকার করেন যে কুরআন একটি অলৌকিক মুজিয়া, তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মুহাম্মাদ সাঃ সত্য ছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নবী। আপনি এর সঙ্গে একমত ?

জনঃ হ্যাঁ তিনি সম্ভবত একজন নবী ছিলেন।

উমারঃ আপনি কি নিশ্চিত তিনি একজন নবী ছিলেন?

জনঃ আমি তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

উমারঃ তার সম্পর্কে একটু বলি।

1. সত্যবাদীতা

তার জীবনী খুবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ইতিহাসে, শিশুকাল থেকে সারা জীবনে শত্রু মিত্র কারোর কাছে কোনো বিষয়ে তিনি মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হননি।

2. আমানতদারী

মূল্যবান দ্রব্যাদি সবাই তার কাছে গচ্ছিত রেখে নিরাপদবোধ করত। এমনকি সত্যের দাওয়াত নিয়ে তিনি লোকদের সামনে আবির্ভূত হওয়ার পর তার বিরোধিতা করা হলেও তার নিকট গচ্ছিত আমানতের নিরাপত্তা নিয়ে কেউ বিচলিত হননি এবং আমানত রাখা থেকে বিরত হয়নি।

এমনকি আজ পর্যন্ত অনেক অমুসলিমরাও তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর স্থানে দেখেন এবং তার অলৌকিক ঘটনগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার জীবনী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।

পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও তার ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

বাইবেলের Gospel of John : Chapter 16 - verse 12-14 Deuteronomy : Chapter 18 - verse 18-19

3. পূর্বের প্রেরিত রসূলদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে

4. তিনি কোন পার্থিব লোভে কাজ করেননি

তাকে সেখানকার প্রধান নেতারা কুরআন প্রচারের বিপরীতে সমগ্র জাতির শাসক বানানোর, তাকে অটেল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়ার, সমস্ত সুন্দরী নারীকে

তার কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কুরআন প্রচারকেই বেছে নেন। তার মানে ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে তার কোন পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল না।

5. তার অনুসারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত হয়

চারিত্রিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা এমন কোন দিক নেই যেকের সর্বোত্তম শিক্ষা তিনি তার অনুসারীদের দিয়ে যাননি।

এবং তারা তার শিক্ষার ফলে মাত্র 100 বছরের মাথায় অর্ধ পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা, শৃঙ্খলা, শান্তি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন যার নমুনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

তার সম্পর্কে এতটুকু জানার পর এখন কি আপনি এ বিষয়ে একমত?

জনঃ হ্যাঁ তিনি একজন নবী ছিলেন।

উমারঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তিনি সমস্ত মানুষের নবী এবং তার অনুসরণেই আমাদের আখিরাতের মুক্তি?

জনঃ কিন্তু তিনিতো মুসলিমদের জন্য প্রেরিত নবী

উমারঃ না ভাই বরং কুরআন বলছে(যার অলৌকিকতার নিদর্শন দেখে তার সত্য হওয়ার ব্যাপারে আপনি একমত হয়েছেন) যে তিনি সকল মানুষের নবী। (আরাফ এর ১৫৮)

তাহলে আমার,আপনার এবং সমস্ত মানুষের সফলতা অর্জন করতে তার শিক্ষার অনুসরণ করতে হবে। কি বলেন ভাই?

জনঃ জি, সেটাই ভাবছি।

উমারঃ আপনি কি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভালোবাসেন?

জনঃ জি আমি অবশ্যই আমার শ্রষ্টাকে ভালবাসি। কিন্তু আমরা তাকে আল্লাহ নামে স্মরণ করি না।

উমারঃ আপনি কি জানেন যে আল্লাহ নামটি বাইবেলে রয়েছে?

বাইবেলের বিখ্যাত শ্লোক "এল্লাই, এল্লাই লামা সানজানি।"(মেথিও ২৭:৪৬, মার্ক, ১৫:৩৪)

এখানে ঈশ্বরকে 'এল্লাই' সম্মান করাটি শুনতে কিসের মত? আল্লাহ, যিহোবা নাকি গড বা ঈশ্বর?

জনঃ আল্লাহ।

উমারঃ এছাড়াও সমস্ত "স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল"- এ হিব্রু শব্দ "এলাহ" (অর্থাৎ ঈশ্বর) কে "আলাহ" বানান করা উপযুক্ত মনে করেছেন।

কিন্তু তারা লেটেস্ট ভার্সনে আল্লাহ শব্দটির একটি "L" বাদ দিয়ে বানান করে আসল নামটি চাপা দেয়! তবে 'বাইবেলের পৃষ্ঠায় "ALAH" শব্দটির ফটোগ্রাফিক প্রমাণ' এখনো সংরক্ষিত করা করা আছে।

জনঃ ও আচ্ছা!

উমারঃ তো আপনার আমার স্রষ্টা আল্লাহ বলেছেন যদি আমরা তাকে ভালবাসি ও তার ভালোবাসা পেতে চাই তাহলে সত্য নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসরণ করতে হবে।(আল ইমরান.৩১)

জনঃ আমরা সকলেই কিভাবে তার অনুসরণ করি, যেহেতু আমি খ্রিস্টিয়ান ও আপনি মুসলিম...!

উমারঃ ভাই খ্রিস্টিয়ান মুসলিম বলে কোন পার্থক্য নেই। সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা যেমন এক ঠিক তেমনই সকলের ধর্ম এক। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। —আলে ইমরান - ১৯

আপনি কি জানেন যিশু কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

জনঃ আমি মনে করি তিনি একজন খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন।

উমারঃ আপনি কি জানেন ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম ও প্রধান বিশ্বাস কি?

জনঃ না

উমারঃ এক ঈশ্বরের উপাসনা করা। তাহলে মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ান ধর্মের মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। এই প্রধান বিশ্বাস যারা লালন করবে তারা এক।

জনঃ আচ্ছা!

উমারঃ মুসলিম অর্থ হলো নিজেকে সেই এক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা অর্থাৎ এক ঈশ্বরের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। যে নিজেকে এক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে তাকেই মুসলিম বলা হলে তাই কুরআনে উল্লেখ আছে যিশু, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইসমাইল ও অন্যান্য সকল নবী মুসলিম ছিলেন। তাই নয় কি?

জনঃ জী বুঝেছি

উমারঃ ভাই, আপনি ইশ্বর এক বলে বিশ্বাস করেছেন, কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, মুহাম্মাদ সাঃ এর সত্য রসুল হাওয়ার ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। যে এই বিষয়গুলোকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকৃতি দেয় সেই একজন মুসলিম।

জনঃ যিশুখ্রিস্ট কি এ বিষয়গুলোতে শিকৃতি দিয়েছিলেন?

উমারঃ জী অবশ্যই। শুধু তিনি নন বরং তার পূর্বের সমস্ত নবী রসুলও এর স্বীকৃত দিয়েছেন।

জনঃ একটু খুলে বলবেন,

উমারঃ কুরআনে বলা হয়েছে (আলে ইমরান ৮১ আয়াতের সারমর্ম) 'প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুয়তকালে যদি অন্য নবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর

সহযোগিতা করা অত্যাৱশ্যক হবে। তাহলে এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়।

জনঃ জি।

উমারঃ কুরআন বলছে 'ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্ম ঈশ্বরের নিকট গ্রহযোগ্য নয়।' সমস্ত নবী রসূলের পথ ইসলাম যে ধর্মের যে বর্ণের মানুষই গ্রহন করে নিবে সে পরকালের জীবনের অনন্ত সুখের জাহ্নাতের মালিক হবে। অপরদিকে যারা আল্লাহর ধর্মে বিশ্বাস আনবেনা, তাদের ব্যাপারে বলা আল্লাহ তায়ালা বলেন (আল ইমরান ১৯) 'যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্গ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে ; এদের কোন সাহায্যকারী নেই।

উমারঃ আমার প্রিয় ভাই, আমাদের সামনে তো মৃত্যু রয়েছে। আল্লাহর সামনে আমাদেরকে দাড়াতে হবে সেদিন।

আমার আপনার কি উচিৎ নয় পরজীবনের চিরস্থায়ী মর্মাস্তিক শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চিরসুখের জাহ্নাত লাভ করার জন্যে ঈশ্বরের নিকট একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম এবং সমস্ত নবী রাসূলের ধর্মকে গ্রহণ করে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দেয়া?

জনঃ জী,এটা যুক্তির কথা। আমরা সকলেই পরজীবনের মঙ্গল আশা করি। সমস্ত নবী রসূলের ধর্মেই মুক্তি... এ বিষয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করব আমি।

উমারঃ ভাই , আপনাকে চির নরক থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তির একমাত্র ধর্মের পরিচয় ও সন্ধান দেয়াই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু ইসলামকে সত্যধর্ম হিসেবে গ্রহন করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ধর্মের মাঝে কোন জোরজাবস্তি নেই (বাকারা ২৫৬) কিন্তু ইসলাম পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করতে সত্যকে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করে এবং সত্যের দিকে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে যা কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

জনঃ বাহ, এই নীতিটি আসলেই সত্যের উৎকৃষ্টতা প্রমান করে।

উমারঃ ধন্যবাদ। ভাই, যেকোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিটি মানুষের উভয় জগতে সফলতা অর্জন করতে দুটি সহজ করণীয় আছে, জানেন সেগুলো, কি?

জনঃ না

উমারঃ খুবই সহজ দুটো কাজ যা গুরুত্বের সাথে নিয়মিত করে গেলে আল্লাহ বা ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের সৎ পথে পরিচালিত করবেন;

1. অন্তর থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সত্যের পথ দেখানোর জন্য প্রার্থনা করা।
2. যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে সত্যকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা।

জনঃ চমৎকার। আমি পরজীবনে ঈশ্বরের কাছে সত্য ধর্ম নিয়ে দাড়াতে চাই, তাই আমি এ দুটো কাজ নিষ্ঠার সাথে করে যাব। অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে পথপ্রাপ্তির দুআ করব এবং প্রচেষ্টা হিসেবে আপনার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিবো কোন ধর্ম টি সঠিক।

উমারঃ ইন শা আল্লাহ, তাহলে আপনি অবশ্যই পরকালে সত্য ধর্ম খুঁজে পাবেন, যা আপনাকে উভয় জীবনে সুখী করবে।

জনঃ ধন্যবাদ, আপনি আমাকে আমার জীবনের মুক্তির ব্যাপারে ভাবতে সাহায্য করলেন। আমি অবশ্যই সবকিছুর আগে নিজের পরজীবনের মুক্তি নিশ্চিত করতে চাই। আপনাকে অনেক শুকরিয়া

উমারঃ আপনাকেও অনেক শুকরিয়া।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111571812/>